ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকতা-৬

প্রকাশক

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক ১৩৪৭ ; দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৪৯ ;
তৃতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫০ ; চতুর্থ সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৪ ;
পঞ্চম সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৬৬

মূল্য—·৫৬ নয়া পয়সা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

১১·০—২৯।২।৬০

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে নূতন পদ্ধতিতে বাঙালী জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের মধ্যে বাঙালীর নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কতিপয় কর্ম্মচারী, শ্রীরামপুর চুঁচুড়া বর্দ্ধমান মালদহ ও কলিকাতার কয়েক জন ইউরোপীয় মিশনরী এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের উৎসাহ ও চেষ্টায় নূতন পথে বাঙালী যে জয়যাত্রা সুরু করিয়াছিল, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব-প্রমুখ কয়েক জন দেশহিতৈষী তাহাতে যোগদান করেন। নিজেদের সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করিয়া নিজেরাই একটা পথ করিয়া লইবার প্রবল প্রবৃত্তি ও আগ্রহ তখন হইতেই বাঙালীরা দেখাইতে শুরু করে। এই চিন্তাশীল দেশনায়কদের মধ্যে তৎকালে যে দুই চারি জন প্রভূত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। রামমোহন ও রাধাকান্তের নাম পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ভবানীচরণের সমসাময়িক প্রতাপ ইঁহাদের কাহারও অপেক্ষা ন্যূন না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেন বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গেলেন, তাহা জানিতে হইলে সমাজ-বিপ্লবের মূল সূত্রটি ধরিয়া আলোচনা করিতে হইবে। আমরা তাহা না করিয়া, ভবানীচরণ তাঁহার সমসাময়িক সমাজে ও সাহিত্যে কতখানি প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন, সমসাময়িক ইতিহাস হইতে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। এই সকল অধুনা-বিস্মৃত ইতিহাস হইতে এই সত্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, সাংবাদিক ও সুলেখক হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ভবানীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। কিন্তু যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে এই সকল বিষয়েও এই যুগের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ভবানীচরণ তাঁহার প্রাপ্য সম্মান লাভ করেন নাই। এক শত বৎসর অতীত হইতে-না-হইতেই আমরা তাঁহার কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি। সুতরাং বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রথম প্রবর্ত্তক, সাহিত্যিক ভবানীচরণের জীবনকাহিনী বিবৃত করিবার সার্থকতা আছে।

বাল্য-জীবন

ভবানীচরণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মসভা-সম্পাদক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ধর্ম্মসভা হইতে একখানি জীবনচরিত প্রচারিত হয়।* ভবানীচরণের জীবনী সঙ্কলনে ইহাই আমাদের প্রধান উপজীব্য। ইহাতে প্রকাশ :

..."পরগণা উখড়ার অন্তঃপাতি নারায়ণপুর নিবাসী ৺রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধনোপার্জনাভিলাষে কলিকাতা নগরে সমাগত হইয়া প্রথমতঃ টাকশালের পদবিশেষে নিযুক্ত থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে স্বকীয় সদ্ব্যবহার ও শীলতা সা[illegible] নিকট গণ্য মান্য পূজ্য হইলেন।

* এই জীবনচরিতখানির নাম 'ধর্ম্মসভার অতীত সম্পাদক ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্টশ্রুত পবিত্র চরিত্র বিবরণ,' পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭০। ইহা ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় প্রকাশিত হয়, ১৪ এপ্রিল ১৮৪৯ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন :—"গত বৃহস্পতি-বাসরীয়া চন্দ্রিকার সহিত আমারদিগের নিকট এক পুস্তক আসিয়াছে,... তাহাতে বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, ...।"

"উক্ত মহাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯৪ সালের আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে উক্ত পরগনার উক্ত গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি শৈশবকালে শিশু প্রামাণিক [অর্থাৎ আদর্শ শিশু] হইয়া প্রিয়ভাষে ও শান্ত স্বভাবে সর্ব্বথা জনক জননীর ও ভ্রাতৃ ভগিনীর সহক্রীড়ক বয়স্য বালকাবলির আনন্দপ্রদ হন, এইরূপে প্রতিনিয়ত প্রফুল্ল বদনে ক্রীড়া কৌতুকে কৌমারকাল যাপন করিলেন তদনন্তর তাঁহার পিতা কলিকাতা মধ্যে কলুটোলা স্থানে একখানি বাটী ক্রয় পূর্ব্বক তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া শুভ দিনে বিদ্যারম্ভ করাইলেন, যদিচ তৎকালে এক্ষণকার ন্যায় বিদ্যাশিক্ষার সরল সরণি ছিল না, সুতরাং সামান্য শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইলেন তথাপি স্বকৃত সুকৃতি বশত স্বল্পকাল মধ্যেই সুকৃতি হইলেন অর্থাৎ বঙ্গীয় পারসীয় এবং ইংলণ্ডীয় অর্থকরী বিদ্যা তাঁহার অভ্যাসের অগ্রসারিণী হইল। তিনি উৎসাহ সত্ত্বে উপায়রাহিত্য বশত বিদ্যা শিক্ষায় বিরত হইয়া পরিবার পালনে ভারাক্রান্ত পিতার সাহায্যার্থ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে বিষয় কর্ম্মাভিষিক্ত হন।" (জীবনচরিত, পৃ ১-৩)

"যিনি মহাশয় নবম বর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত ও দশম বর্ষে উদ্বাহিত হন, পরগনা উখড়ার অন্তঃপাতি মল্লিক নওয়াপাড়া গ্রাম নিবাসি ৺কালী-কিঙ্কর মল্লিকের কন্যার সহিত তাঁহার প্রথম পরিণয় হয়, তাঁহার বিংশ বর্ষ বয়সে প্রথম পুত্র শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার দুই বৎসর অন্তরে দ্বিতীয় পুত্র রাজরাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার চতুর্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে উক্ত পত্নী দৈহিক পীড়োপলক্ষে গতপ্রাণা হন,... জনকের অনুল্লঙ্ঘ্য অনুমতিতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন, তৎপত্নীগর্ভে শ্রীযুত নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সতী নাম্নী কন্যার জন্ম পরিগ্রহ হয়।" (জীবনচরিত, পৃ ১১)

বিষয়কর্ম্মের বিবরণ

"বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমত ডকেট কোম্পানির কার্য্যালয়ে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পকাল মধ্যে স্বীয় পরিশ্রমে কার্য্যপারদর্শিতা ও কৃতজ্ঞতা গুণদ্বারা সাহেবের অনুগ্রহ লাভ করত সদর মেটের কর্ম্মে নিযুক্ত হন, তাহার এক বৎসর অন্তর ঐ হৌসের মুৎসদ্দি হইলেন, এইরূপে কিয়ৎকালযাপন* পরে শুভ কালের উদয়ে তাহার হৃদয়ে দিগ্দর্শনের প্রবৃত্তি উদয় পাইল ··তিনি পিত্রাদির প্রবোধোদয়ার্থ প্রচুরার্থ উপার্জ্জনের প্রয়োজন জানাইয়া ১২২১ সালে সর উলিয়ম ক্যার সাহেবের সহিত পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিলেন,···পরে সাহেবের সহিত মিরাটে অবস্থিত হইয়া সময়ে২ তীর্থাদি ভ্রমণ করত মনস্থ করিলেন যে কিঞ্চিদর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমাদি যে সকল দূরস্থ দুর্গম তীর্থ আছে তাহা দর্শনে যাইবেন কিন্তু এক দিবস মিরাটের মধ্যে কস্যচিৎ তীর্থাশ্রমির নিকট পুরাণ শ্রবণ কালে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রকরণে জ্ঞাতা হইলেন যে পিতৃ মাতৃ সেবনে ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহির সর্ব্বতীর্থ দর্শনজাত সম্যক্ ফলোদয় হয়, পিতৃসেবাবিমুখ ব্যক্তির অনিষ্ট ব্যতীত তীর্থ দর্শনে অভীষ্ট লাভ হইতে পারে না, এই পৌরাণিক উপদেশে প্রবিশেষে তাঁহার হৃদয়স্থা প্রগলভা আশা সংযতা হইল, পরে পঞ্চম বৎসরে স্বধামে পুনরাগত হওত পিত্রাদির আনন্দবর্দ্ধন হইলেন, অনন্তর সর উলিয়ম ক্যার সাহেব মিরাট হইতে আসিয়া কলিকাতা দুর্গের মেজর জেনরলী পদাভিষিক্ত হইলে উক্ত মহাত্মা তাঁহার নিজের মুৎসদ্দি হন, কিয়ৎকালান্তরে তাঁহার বিলাত গমন প্রযুক্ত কৌন্সেলী কেম্পটন সাহেবের বাটীতে কার্য্যাভিষিক্ত হইলেন, কালাত্যয়ে ঐ সাহেব বোম্বাই গমন করাতে তিনি সর চারলস

* "Bhobanichurn Bannerjee served me 11 years in the capacity of a Sircar."—J. Duckett. 21 Novr, 1814.

ডাইলি সাহেবের নিকট কলিকাতা পরমিটের দারোগাগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য দ্বারা সরকার বাহাদুরের অনেক২ লাভের সোপান দর্শন করাইলে সাহেব তৎপ্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রধান কলকিউলেটরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, কালক্রমে ঐ সাহেবের পাটনা গমন ও ক্যার সাহেবের বিলাত হইতে প্রত্যাগমন প্রযুক্ত পরমিটের কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত সাহেবের নিজকার্য্য করিতে লাগিলেন, তৎপরে দ্বিতীয়বার ঐ সাহেব বিলাতগামী হইলে তিনি বিশাপ মিডিলটন সাহেবের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, পরে সুপ্রিম কোর্টের চিফ জষ্টিস সর হেনিরি ব্লাপেট সাহেবের নিজের মুৎসদ্দি হইলেন, এক দিবস লার্ড বিশাপ হিবর সাহেব তাঁহার কার্য্যদক্ষতা নির্লোভিতা সত্যবাদিতাদি সদ্‌গুণের কথা শ্রবণ করিয়া আহ্বান পূর্ব্বক নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করেন, এবম্প্রকারে কিছুকাল গত হইলে সর ক্রাইষ্টফর পুলর সাহেব চিফ জষ্টিসীপদে অভিষিক্ত হইয়া প্রসঙ্গায়ত্ত তাহার গুণানুরাগ শ্রবণে গুণগ্রাহী সাহেব লার্ড বিশাপ সাহেবকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করত নিজ কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য উভয় স্থানীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল, কয়েক মাস পরে চিফ জষ্টিস সাহেব লোকান্তরিত হইলে তিনি কেবল লার্ড বিশাপের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, ঐ কালে উক্ত সাহেব বিশাপ্‌স কালেজ নামক বৃহদ্বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তদধ্যক্ষতা পদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন, কতক কাল ঐ কার্য্য করিয়া পরে শোলা দানার নিমক এজণ্ট মে° জিনিং সাহেবের অধীনে শোলা দানার মধ্য ডিবিজনের সিরিস্তাদারী পদে নিযুক্ত হন [জানুয়ারি ১৮২৬], কালক্রমে তথাকার বায়ুবারি তৎসম্বন্ধে স্বাস্থ্যকারি না হওয়াতে তিনি বাটী আইসেন, পরে ঐ কাছারি এবালিস হইলে কিছু কালের জন্য হুগলির

কালেক্টরী খাজাঞ্চীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তদনন্তর ইংলিসম্যান পত্রের বিখ্যাত সম্পাদক মে° ইষ্টাকুইলর সাহেব তাঁহাকে নিজ আফিসের অধ্যক্ষকর্ম্ম পদে নিয়োজন করেন, কএক বৎসর পরে ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া টেক্স আফিসের দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত হন, তদনন্তর মিং হিকি বেলি কোম্পানির বাণিজ্যালয়ে প্রধান পদস্থ হইয়া কার্য্য করিতে২ অকস্মাৎ তাঁহার জীবন ও কার্য্যালয় সম কালেই কাল কর্ত্তৃক অবকলিত হয়। তিনি যে২ স্থানে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেক স্থানীয় কর্ত্তাদিগের স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন, তদ্দারা প্রকাশ হইবেক যে উক্ত তাবৎ কার্য্য ভিন্ন তাঁহার অন্য২ প্রধান২ স্থানেও বিষয় কর্ম্ম ছিল। তিনি অন্যায়াবলম্বনে কখন কোন স্থানে ধনার্জ্জনের যত্ন করেন নাই, ন্যায়ার্জিত বিভবে সর্ব্বদা সুসন্তোষ থাকিতেন, তন্নিকট অন্য২ প্রচুর ধনোপার্জ্জনের এবং অধিক সুখ সম্ভোগের কথা কহিলে তিনি হাস্য করিয়া কহিতেন যে 'সুখের কারণ ধন নহে কেবল নির্বিকল্প মনোমাত্র, শান্তচিত্ত লোকেরা সন্তোষামৃত পানে যেরূপ তৃপ্ত ও সুখী হইয়া থাকেন, সে রূপ ধনলুব্ধ চঞ্চলমনা মনুষ্যেরা ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াও হইতে পারেন না যেহেতু আশার পার নাই' এই কথা কহিয়া মৌনী হইতেন ইতি।" (জীবনচরিত, পৃ ৩-৭)

ভবানীচরণ কিছু দিন বিশপ হেবারের অধীনে চাকুরী করিয়াছিলেন —উপরি-উদ্ধৃত অংশে তাহার উল্লেখ আছে। তাঁহার সম্বন্ধে হেবার যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

October 10, [1823] ..Over this plain drove to the fort, where Lord Amherst has assigned the old Government house for our temporary residence...

Then all our new servants were paraded before us under their respective names of Chobdars, Sotaburdars, Hurkarus Khansaman, Abdar, Sherabdar, Khitmutgars, Sirdar Bearer, and Bearers, cum multis aliis.

Of all these, however, the Sircar was the most conspicuous,—a tall fine looking man, in a white muslin dress, speaking good English, and the editor of a Bengalee newspaper, who appeared with a large silken and embroidered purse full of silver coins, and presented it to us, in order that we might go through the form of receiving it, and replacing it in his hands...it was the relic of the ancient Eastern custom of never approaching a superior without a present, . (. 25)

.. My wife and children went by water, and I took our Sircar with me in the carriage. He is a shrewd fellow, well acquainted with the country, and possessed of the sort of information which is likely to interest travellers. His account of the tenure of lands very closely corresponded with what I had previously heard from others...(i. 86)—*Narratives of a Journey through the Upper Provinces of India, from Calcutta to Bombay, 1824 1825.* By the Late Right Rev. Reginald Heber, D. D. (1828.)

তীর্থযাত্রা-বিবরণ

"প্রশংসিত মহাশয় সপ্তবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে দিগ দর্শনেচ্ছু হইয়া ১২২১ সালে প্রথম বার দিগ ভ্রমণে যাত্রা করেন, গমন কালে গঙ্গার উভয় [illegible] রাজমহালে উপস্থিত হইয়া মে' ক্যার সাহেবের স্থানে কয়েকজন রক্ষক লইয়া বিন্ধ্যাচলে নানা স্থলে পর্য্যটন করিয়া তদনন্তর পূর্ব্বতনী মগধরাজের রাজধানী মুঙ্গেরের নিকট রামকুণ্ড সীতাকুণ্ডের শীতোষ্ণ জলে স্নানাবগাহন করিলেন, পরে মুঙ্গের হইতে যানারোহণে ত্রিলোকজননী সীতাজনক জনক রাজর্ষির রাজধানী মিথিলায় গমন করিয়া তত্রস্থ সমস্ত দেবাগার ও দেবাদিদেব মহাদেবের ভগ্ন কার্ম্মুক দর্শনে প্রফুল্ল মনে পাটনায় প্রত্যাগমনার্থ যাত্রা করত পথিমধ্যে শালগ্রাম শিলাগর্ভা গণ্ডকীসলিলে কৃতস্নাত হইয়া কহল গ্রামের অদূরে গঙ্গাগর্ভে উন্নত পবিত্র বারি প্রবাহ নিত্য ধৌত শিখরাগ্রে

শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথাখ্য শিব সন্দর্শন পূর্ব্বক পাটনায় উপস্থিত হইয়া ধানগ্রামীয় পর্ব্বত প্রভৃতি নানা স্থানীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। কথিত আছে দ্বাপরযুগের রাজচক্রবর্ত্তি জরাসন্ধের কারাগার উক্ত পর্ব্বতের উপত্যকায় ছিল অদ্যাপি ঐ স্থানে প্রাচীন ভগ্নাট্টালিকার নানা চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিতৃ বর্ত্তমানে গয়া গমনের সার্থকতা বিরহপ্রযুক্ত তাহাতে পরাঙ্মুখ হইয়া শোণাখ্য নদে স্নানাবগাহন করত আনন্দকানন কাশীধাম গমন পূর্ব্বক উত্তরবাহিনী সুরদীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা নীরে শুদ্ধচিত্তে সুস্নাত হইয়া কারুণ্যনিধান বিশ্বনিদান নির্ব্বাণপ্রদ ভগবান্ বিশ্বেশ্বর পূজা সমাধান পূর্ব্বক বিশ্বাত্মা বিশ্ববন্দ্যা বিশ্বজননী ভবানী অন্নপূর্ণার পূজা দ্বারা অভীষ্ট পূর্ণ করত পঞ্চক্রোশ মুক্তিক্ষেত্রের দেবালয় দেবনিচয় দর্শন পুরঃসর তীর্থবিহিত নিয়মাচারে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া মির্জ্জাপুর গমন করিলেন, তথায় বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীর মোক্ষপ্রদ পাদপঙ্কজে মনোমধুপ নিবেশ করাইয়া ভক্তি মকরন্দ পানে তৃপ্তচেতা হইয়া তীর্থরাজ প্রয়াগে যাত্রা করিলেন, তথায় ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান দান শিরোমুণ্ডন দ্বারা নির্দ্ধূতপাপ হওত বেণীমাধব অক্ষয়বট দর্শন পূর্ব্বক চিত্রকূট যাত্রা করেন, তথায় কিয়ৎকাল অধিষ্ঠিত হইয়া পরে মুক্তিধাম মথুরা গমন করেন, তথা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, গোপেশ্বরাদি দেব দর্শন এবং কালিন্দীতরলতরঙ্গাবগাহিত শৈত্য সৌগন্ধ্য মান্দ্য গুণযুক্তানিল দোলাইত কণন নির্দ্রিত কোকিল কোকিলাবলি কুহুকল কলিত কেলিকেকা বিঘুষিত বিকসিত কুসুমাবলি গলিত মকরন্দ পানাকুল অলিকুল গুঞ্জরিত সৌরভামোদিত মঞ্জুল নিকুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমণে, কোকিল বন, কাম্যবন, গোবর্দ্ধনাদি তীর্থ দর্শনে, এবং চতুরশীতি ক্রোশাবচ্ছিন্ন মথুরা মণ্ডল পরিক্রমণে পরম সুখানুভব করিলেন, তদনন্তর কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করত আলমোড়ার পর্ব্বত পর্যটন পূর্ব্বক

কেদাবনাথে গমন করেন, এইরূপে প্রথম বার তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গৃহে আইসেন, অনন্তর ১২৩০ সালে স্বীয় পিতার গঙ্গালাভ হইলে যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি সমাধান করিয়া দ্বিতীয় বার তীর্থযাত্রা করেন তৎপ্রথমে গয়া গমন করত শ্রীশ্রীগদাধরপাদপদ্মে পিণ্ডদান পূর্ব্বক পাদগয়া চন্দ্রনাথ গমন কবত কামাখ্যা দর্শন কবিয়া বাটী আইসেন, পরে ১২৫১* সালে তৃতীয় বাব তীর্থযাত্রা কালে রথযাত্রা সময়ে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রয়াণ কবত পথিমধ্যে যাজপুর নাভিগয়ায় পিণ্ডদানদ্বারা ত্রিগয়া সমাপন করিয়া পিতৃঋণ মোচিত হইয়া ভুবনেশ্বরে পুরুষোত্তমে এবং কোণার্কে তীর্থ-বিহিত নিয়মে স্নান তর্পণ দেবালয় দেব দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ কালে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহা বিস্তার রূপে বর্ণিত হইলে একখানি বৃহদ্‌গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে। তাঁহার পরোপকারিতা ও বিচক্ষণতার কথা কি কহিব যখন যে তীর্থে গমন করিয়াছেন তখন সে তীর্থে নিগূঢ় সন্ধান লইয়াছেন, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পাণ্ডারা প্রতারণা দ্বারা লোকনাথাখ্য শিবের অন্নভোগ বাজারে শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভোগ বলিয়া বিক্রয় করিত এবং বহুকালাবধি সন্ধান না জানিয়া যাত্রিরাও তাহা ভোজন করিতেন কিন্তু শাস্ত্রে পুরুষোত্তম জগন্নাথের প্রসাদ ভিন্ন অন্য দেবতার অন্নভোগ ভক্ষণের বিধি নাই, তিনি চতুরতা দ্বারা ঐ কার্য্যের সন্ধান পাইয়া প্রথমত বিক্রেতাদিগকে নিষেধ করেন সে কথায় তাহারা মনোযোগ না করাতে পুরীর কালেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ প্রকার বুঝাইয়া

---

* ইহা সম্ভবতঃ ১২৪১ সাল হইবে। ২৬ ভাদ্র ১২৪১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :- "চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হওয়াতে স্বীয় পত্রে তদ্বিষয়ক নানা উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।"

রাজকীয় শাসন দ্বারা ঐ কুপ্রথা চিররহিতা করিলেন, এই ব্যাপারে ক্ষেত্রের রাজা স্বয়ং প্রতিবাদী হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এই বিষয় সাধারণের কি প্রকার হিতকর তাহা সাধু লোকেরা বুঝিতে পারিবেন। অপর তিনি ক্ষেত্র গমন কালীন বহুতর নদীমধ্যে পারাবারকারি তরিবাহকদিগের অত্যাচার দৃষ্টি করিয়াছিলেন প্রত্যাগমন কালে কটকের কমিস্যনর সাহেবকে তদ্দৌরাত্ম্যমূলক বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া এমত আজ্ঞাপত্র অর্থাৎ পরবানা বাহির করাইলেন যে তদ্দ্বারা যাত্রিকেরা বিনা ক্লেশে বিনা ব্যয়ে নদী পার হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন ইতি।" (জীবনচরিত, পৃ. ৭-১১)

ধর্ম্মসভা সংস্থাপন

ভবানীচরণ রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। পুরাতন এবং নূতনের সংঘর্ষে আমাদের সমাজে যে ভাঙন ধরিয়াছিল, তিনি পুরাতনের পক্ষ হইতে অমিতবিক্রমে তাহা রোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ টীকাটিপ্পনী-সমেত পুঁথির আকারে তুলট কাগজে পুনর্মুদ্রিত করিয়া দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করেন। হিন্দুকলেজে ইংরেজী শিক্ষালাভের ফলে যুবকদের মধ্যে হিন্দু আচারের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি নবীন আচার-ব্যবহারের ত্রুটি প্রতিপাদনের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহাকে সে-যুগের ছাত্রসমাজের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। হিন্দুকলেজের এই সকল ছাত্রই উত্তরকালে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং বিরোধী ভবানীচরণের কীর্ত্তি ন্যায্য মূল্য প্রাপ্ত হয় নাই। রামমোহন যখন সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখনও ভবানীচরণ মসীযুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইতে ইতস্তত: করেন নাই।

সহমরণ-নিবারণ-আইন জারি হইলে ভবানীচরণ ঐ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য এবং "স্বধর্ম্ম ও সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদি রক্ষার্থ" কলিকাতায় ধর্ম্মসভা নামে সমাজ-স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সভার সম্পাদকের কার্য্য বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১৭ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখে ধর্ম্মসভা স্থাপিত হয়। ভবানীচরণের জীবনীতে ধর্ম্মসভার একটি বিবরণ আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

> ১২৩৫ সালে স্বদেশীয় ধর্ম্মরক্ষার্থ উক্ত মহাত্মার প্রযত্নে এই ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়া ইহার দ্বারা স্বদেশের যে২ হিতোপলব্ধি হইয়াছে তাহা সাধারণের অবিদিত নাই, যদিও এই সভার মুখ্যোদ্দেশ্য সতী সহগমন ধর্ম্ম নিবারণের আইন নিবারণ কুটিল কাল সহকারে না হউক তথাচ বিলাত হইতে অন্য২ ধর্ম্ম বিষয়ে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের হস্ত ন্যাস নিষেধ স্পষ্টাদেশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং কলনাইজ অর্থাৎ এতদ্দেশে বিনাদেশে ইংলণ্ডীয় সাধারণের প্রতিবাসিতারূপে বসবাস করণ যাহা এতদ্দেশীয়দিগের অতি ভয়ানক তাহার নিবারণ হইয়াছে, এই সভার দ্বারা ভ্রষ্টাচারি কুপথবিহারি নাস্তিক মতাক্রান্ত হিন্দু সন্তানেরদিগের মতগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া সনাতন ধর্ম্ম উজ্জ্বল আছে, নানাদেশীয় ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্ম বিষয়ে নির্যাতন প্রাপ্ত হইয়া এই সভাকে অবগত করিলে ইহার দ্বারা যথাসাধ্য কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা হইয়া থাকে, এই মহাসভার শাখা সভা নানা প্রদেশে অর্থাৎ ঢাকা পাটনা দানাপুর আন্দুল প্রভৃতি স্থানে২ স্থাপিত হইয়া ধার্ম্মিকবর্গের ধর্ম্মরক্ষা হইতেছে, সাধারণের অহিত ব্যাপার উপস্থিত হইলে এই সভা রাজদ্বারে আবেদন দ্বারা হিতৈষিণী হইয়া থাকেন, পাদ্রি সাহেবেরা [illegible] হিন্দু বালককে যে ভ্রষ্টাচারী করিতে

নিতান্ত যত্নবান তন্নিবারণ কারণ শীল্‌স ফ্রি কালেজ নামক অবৈতনিক, বিদ্যালয় এই সভার অধীন স্থাপিত হয়, নগরীয় প্রধান বংশ্য বালক বৃদ্ধাতুর বিধবাদি গ্রাসাচ্ছাদনে অবসন্ন হইলে এই সভাদ্বারা দানপত্রী হইয়া যথাযোগ্য মাসিক বৃত্তিস্বরূপ বিত্ত পাইয়া থাকেন ইত্যাদি প্রকার দেশীয় নানা মঙ্গল এই সভাদ্বারা হইয়া থাকে, এবম্ভূত ধর্ম্মসভার সৃষ্টিকর্ত্তা উক্ত মহাশয় তজ্জন্য ইহার সভ্যেরা এই সভার সম্পাদকত্ব পদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করে ইতি। (জীবনচরিত, পৃ. ১৭-১৮)

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। ভবানীচরণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

মৃত্যু

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ (৯ ফাল্গুন ১২৫৪) তারিখে ভবানীচরণ ভাগীরথী-তীরে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন।

সে-যুগে জ্ঞানী, গুণী ও বিদ্বান্ ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার কি প্রতিষ্ঠা ছিল, সমসাময়িক সাহিত্য ও সংবাদপত্রে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' তাঁহার সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন :—

অনেককালাবধি শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমারদের আলাপ পরিচয় আছে এবং যদ্যপিও তাঁহার আমারদিগের সঙ্গে কোন পক্ষে সংপ্রতিপক্ষতাও থাকুক তথাপি সত্য কহিতে হইলে জ্ঞান বুদ্ধিতে তাঁহার তুল্য এতদ্দেশে অপর ব্যক্তি দুর্লভ। (১৮ জানুয়ারি ১৮৩২)

ভবানীচরণের মৃত্যুর পর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (৮ জুন ১৮৪৮) লেখেন :—

"Friday, June 2...the Dhurma Sabha is about to print, and circulate among its friends, a memoir of its late able Secretary, Baboo Bhobany Churn Banerjee...We take great shame to ourselves for having neglected distinctly to notice the death of this Native gentleman, one of the ablest men of the age ;.."

জে সি. মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে (২য় খণ্ড, প. ২৪০) ভবানীচরণ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

...Bhobany Churun, a Brahmin of great intelligence and considerable learning though no pundit, but remarkable for his tact and energy, which gave him great ascendency among his fellow countrymen...

ভবানীচরণের জীবনচরিতে তাঁহার চরিত্রের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, এখানে তাহা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :

কথিত মহাশয় অতিসদাশয় ও নির্ম্মলাশয় ছিলেন, দেব দ্বিজ পূজনে স্বধর্ম্ম যজনে তাঁহার নিশ্চলা মতি ছিল, তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করত প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাধানান্ত তৈল গ্রহণ সময়ে সমাগত পরিচিতাপরিচিত শিষ্ট সাম্প্রদায়িক মনুষ্যের সহিত মিষ্টালাপ করত স্নান তর্পণ দেব পূজনাদি নিত্য কর্ম্মাবসানে ভোজনোত্তর বিষয়কার্য্য পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, অবকাশ মতে আত্মীয় সজ্জনের সহিত সদালাপ করিতেন, নিরালম্বে তাঁহার বৃথা কালযাপন হইত না, নিকটে জনশূন্য হইলে পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, প্রায় দিবসে নিদ্রা যাইতেন না, বিষয় কর্ম্মে আবৃত থাকিলেও নিকটে মনুষ্য আগত হইলে সমাদরের সহিত তৎসহ কিয়ৎকাল কথোপকথন করিতেন, অপরিচিত দীনজনেরা ও তাপিত লোকেরা তাঁহার প্রিয়ালাপে শীতল হইত, তিনি পণ্ডিতগণকে লইয়া মধ্যে২ শাস্ত্রীয়ালাপ করিতেন,

এবং সর্ব্বথা অধ্যাপকগণের উপকারেচ্ছু ছিলেন, নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম দান দেবার্চ্চনাদিতে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, আত্মীয় বান্ধবগণকে দেখিয়া দূরে হইতে প্রফুল্লবদনে প্রিয়বচনে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, পরোক্ষে প্রিয়জনের প্রশংসা করা তাঁহার স্বাভাবিক কার্য্য ছিল, পরনিন্দা শ্রবণে অসহিষ্ণু ছিলেন, তন্নিকট বা তাঁহার সমক্ষে অন্যের নিকট কেহ পর দূষণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি প্রতিবাদ করিয়া যদ্বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ হইত তাহার গুণানুবাদে নিন্দককে লজ্জিত করিতেন, তাঁহার এই গুণে কোন২ বিপক্ষও সপক্ষ হইয়াছিল, তিনি আত্মীয় সজ্জনের ও প্রতিবাসিগণের পীড়া সংবাদ পাইলে কর্ম্মান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পীড়িতজনের ঔষধ পথ্য প্রদান বা প্রদানার্থ উপদেশ দান করিতেন, বিপদাপন্ন মনুষ্য তাঁহার শরণাপন্ন হইলে প্রাণপণে তাহার বিশিষ্ট হিতচেষ্টা করিতেন, কৃতকার্য্য হইলে ঈশ্বরের প্রতি সাধুবাদ পূর্ব্বক প্রফুল্ল হইতেন, তিনি দেবীমাহাত্ম্য পাঠ শ্রবণে নিয়তানুরক্ত ছিলেন, অসাধ্য সাধনে উৎসুকতা ছিল না, যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা প্রায় অসিদ্ধ হইত না। এতদ্দেশীয় মনুষ্যকে স্বধর্ম্ম ও স্বভাবানুরাগী করিতে তাঁহার বিশেষ উদ্যোগ ছিল, ধর্ম্মদ্বেষি দেব নিন্দক নাস্তিকাদির সহিত তিনি আলাপও করিতেন না, তাঁহার বাক্‌পটুতা ও বক্তৃতাশক্তি এমত নিপুণা ছিল যে তিনি যে সভায় গমন করিতেন তত্রস্থ সভ্যেরা তাঁহার নব নব রস বিকসিত বাক্‌স্নেহে আর্দ্রীভূত হইতেন, তজ্জন্য তিনি ভারি২ সভায় সদ্বক্তৃতা দ্বারা অগণ্য ধন্যবাদ পাইয়াছেন, তিনি প্রতিদিন সায়ংসন্ধ্যার পর পুরাণ শ্রবণ পূর্ব্বক গণনীয় যাবদীয় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া রাত্রি দুই প্রহর পরে নিদ্রা যাইতেন ইতি।

(জীবনচরিত, পৃ. ১১-১৩)

সাহিত্য-কীর্ত্তি

সংবাদপত্র-পরিচালন

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক ছিলেন। সংবাদপত্র-পরিচালনায় তাঁহার হাতেখড়ি হয় 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রে। ৪ ডিসেম্বর ১৮২১ তারিখে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম ত্রয়োদশ সংখ্যা প্রকাশ করিবার পর "অংশিগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায়" তিনি 'সম্বাদ কৌমুদী'র সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভবানীচরণ উদ্যোগী পুরুষ, তিনি অনতিবিলম্বে কলুটোলায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র স্থাপন করিয়া 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৫ মার্চ ১৮২২ তারিখে। প্রথম দুই সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ভবানীচরণ শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে এই ইশ্তাহারটি প্রকাশ করেন :—

> ইশ্তাহার।--কলিকাতা। কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সদ্বিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদ কৌমুদী নামক সমাচার পত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার চন্দ্রিকানামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানাদিগ্দেশীয় বিবিধ সমাচার অনায়াসে জানা যায়। প্রথম পত্র ২৩ ফালগুন মঙ্গলবার প্রকাশ করিয়াছেন ২ দ্বিতীয় পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরেও প্রতিসোমবারে প্রকাশিত হইবে। এই পত্রগ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতি মাসে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে।— 'সমাচার দর্পণ,' ২৩ মার্চ ১৮২২।

এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে—১৫ মার্চ তারিখে ইংরেজী সংবাদপত্র 'ক্যালকাটা জর্নালে'ও ভবানীচরণ একই মর্ম্মে একটি ইংরেজী ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে পরবর্ত্তী ২৩এ মার্চ তারিখে 'সম্বাদ কৌমুদী'-সম্পাদক হরিহর দত্তের যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :-

The Editor of the *Sungbad Coumudy* observing an Advertisement, inserted in the *Calcutta Journal* of the 15th instant, by one Bhobanee Churn Bannerjee, asserting that the first 13 Nos. of the *Coumudy* were edited by him, deems it indispensably necessary to state, for publication, that this declaration is a wicked and malicious fabrication of falsehood, advanced through sinister motives ; for he was no more than the real Editor's Assistant, and as such he was introduced to the notice of the gentlemen, under whose immediate and sole patronage and support the paper has been established.

March 21, 1822. HURREE HUR DUTT.

'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম ১৩ সংখ্যা প্রকাশে ভবানীচরণ সম্পাদকই থাকুন বা সম্পাদকের সহকারীই থাকুন, পত্রিকা-পরিচালন ব্যাপারে তাহার যে হাত ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে এই সকল বিজ্ঞাপন হইতে 'কৌমুদী'-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ভবানীচরণের রীতিমত বিবাদের অভাস পাওয়া যায়। ইহার কারণ যে ধর্ম্মমতের পার্থক্য, ভবানীচরণের জীবনীতে তাহার উল্লেখ আছে। এই বিবাদের ফলে উভয় পত্রিকাতেই পরস্পরের প্রতি আক্ষেপসূচক অশোভন নিন্দাবাদ প্রচারিত হইতে থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভবানীচরণ নিজে রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন ; তাঁহার সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্রস্বরূপ হইয়াছিল। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সাপ্তাহিক হইতে দ্বি-সাপ্তাহিক (অর্থাৎ সপ্তাহে

দুই বার প্রকাশিত) পত্রে পরিণত হয়। সে-যুগে ইহা একখানি বিশিষ্ট বাংলা সংবাদপত্রের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল।

ভবানীচরণের জীবনচরিতে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

> কথিত পুণ্যাত্মা ইংলণ্ডীয়দিগের দ্বারা এতদ্দেশে মুদ্রাযন্ত্রের ও সংবাদপত্রের স্থাপন দর্শনে বঙ্গভাষায় সংবাদপত্রের প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হন তাহাতে ১২২৮ সালে সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা কোন২ ব্যক্তির সংস্পষ্টতায় প্রকাশমানা করেন পরে অংশিগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় ঐ পত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাচার চন্দ্রিকা পত্র প্রচার পুরঃসর নিজালয়ে এক ছাপাযন্ত্র স্থাপন করিলেন, অনন্তর অংশিরা কৌমুদীপত্র সম্পাদনে অশক্ত হইয়া তাহা মৃত রামমোহন রায়ের হস্তে ন্যস্ত করত চন্দ্রিকা পত্রের উন্নতি রোধার্থ বিবিধ উদ্যম করিতে লাগিল কিন্তু ধর্ম্মপক্ষিকা চন্দ্রিকা মনোরঞ্জিকা লিপিদ্বারা সাধারণ সমীপে সমাদরণীয়া হওয়াতে একবর্ষ মধ্যে অন্যূন আট শত গুণগ্রাহক ব্যক্তি ইহার গ্রাহক হইলেন ইহাতে কৌমুদী পত্রই অনস্তিত্ব পাইল, সুদীর্ঘ কাল এই বঙ্গরাজ্য যবনাধীন প্রযুক্ত দেশীয় ভাষা যাবনিক ভাষার সহিত মিশ্রিতা হইয়া যায় পরে চন্দ্রিকায় গৌড়ীয় সুকোমল সাধু ভাষা বিন্যস্তা হওয়াতে বিদ্যানুরাগিগণের হৃদয়ে সাধু ভাষা শিক্ষার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতএব ঐ পত্রকে এতদ্দেশীয় ভাষা পরিবর্ত্তনের মূলসূত্র বলিতে হয়, ইহা ভিন্ন ঐ পত্রে ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশ দ্বারা স্বদেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা বিদ্বান্ লোকেরাই বিশেষরূপে জানিয়াছেন, কিছুকাল পরে উক্ত রায় এতদ্দেশীয়া সাধ্বীদিগের সনাতন ধর্ম্ম সহগমন নিবারণোদ্যোগে

স্বীয়াভিপ্রায় কৌমুদী পত্রে ব্যক্ত করাতে উক্ত মহাশয় রায়ের প্রতিপক্ষরূপে লেখনী ধারণ করিলেন তদবধি রায়ের বিলাতপ্রাপ্তি-পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই উভয় পত্রিকায় বিবিধ বাদানুবাদ জল্পিত হইয়াছিল, উক্ত মহাশয়ের গদ্য পদ্য রচনায় ও উত্তর প্রত্যুত্তর লেখনে এমত পটুতা ছিল যে যেকোন কথা কটুতারূপে লিখিতা হইলেও মাধুর্য্যরসরহিতা হইত না, এক২ সময়ে তাঁহার বাদ জল্প বিতণ্ডার প্রতি প্রতিপক্ষ রামমোহন রায় বহুশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও তিরোভূত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতি সাধুবাদ করিতেন। (জীবনচরিত, পৃ. ১৪-১৫)

রচিত গ্রন্থ

গ্রন্থকার হিসাবেও ভবানীচরণের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য বাংলায় অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে খ্যাতনামা সাংবাদিক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য) তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্করে' তাঁহার রচনা-নৈপুণ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

> ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই গুণে আমরা শোকাকুল হইতেছি গৌড়ীয় ভাষায় ব্যাকরণশুদ্ধ গদ্য পদ্য লিখিতে এবং সৎপ্রসঙ্গ কহিতে তাঁহার তুল্য ব্যক্তি আর দেখিতে পাই না, কোন বিষয়ে বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে ভবানী বাবুর সহিত লিপিযুদ্ধে আমরা ভীত হইতাম, এবং অনেক বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে শিক্ষকরূপে মান্য করিয়াছি,…। (জীবনচরিত, পৃ. ২১)

ব্যঙ্গরচনায় ভবানীচরণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বস্তুতঃ সরস ব্যঙ্গরচনায় সে-যুগে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। নীরস শাস্ত্রীয় বিচার-বিতর্কের যুগে

তিনি বাংলা ভাষায় যে লালিত্য ও রসসঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস রচিত হইলে সে-সংবাদ বাঙালীর অগোচর থাকিত না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-গদ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ সামাজিক চিত্ররচয়িতা হিসাবে তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। ১৮২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ' পত্রে "বাবুর উপাখ্যান," "শৌকীন বাবু," "বৃদ্ধের বিবাহ," "ব্রাহ্মণপণ্ডিত," "বৈষ্ণব" ও "বৈদ্য-সম্বাদ," এই কয়টি বিদ্রূপ ও হাস্যরসাত্মক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।* এগুলি খুব সম্ভব ভবানীচরণেরই রচনা, অন্ততঃ "ব্রাহ্মণপণ্ডিত" চিত্রটির লেখক যে তিনিই, তাৎকালিক সাময়িক পত্রে তাহার ইঙ্গিত আছে।† ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়,' 'নববাবুবিলাস,' 'দূতীবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী সমাজের ঐতিহাসিক উপকরণে সমৃদ্ধ।

ভবানীচরণ যে-সকল গ্রন্থ রচনা বা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই আমরা দেখিয়াছি। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। **কলিকাতা কমলালয়**। ইং ১৮২৩। পৃ. ৮+৯১।

শ্রীশ্রীহরি।—স্মরণ পূর্ব্বক।—শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ১০৮-২৬।

† "We close this slight and imperfect sketch with a humorous description of the brahmuns and pundits in Calcutta, drawn up, we suspect, by the same able pen to which we are indebeted for "The amusements of the modern baboo" [*Nava Babu Bilas.*] It was sent for insertion in the Bengalee Newspaper [*Sumachar Durpan.*]—"The Hindoo Priesthood" : *The Friend of India* (Quarterly), March 1826, p. 324.

বিরচিত কলিকাতা কমলালয় প্রথম তরঙ্গ কলিকাতা সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল সন ১২৩০

পুস্তকের বিষয়—প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কলিকাতার রীতিবর্ণন। পুস্তক-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভবানীচরণ "ভূমিকা"য় বলিতেছেন :—

পল্লীগ্রাম নিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোক সকল এই কলিকাতায় আসিয়া এখানকার আচার বিচার ব্যবহার রীতি ও বাক্‌কৌশলাদি অবগত হইতে আশু অসমর্থ হয়েন তৎপ্রযুক্ত শঙ্কাযুক্ত হইয়া এতন্নগরবাসি লোকেরদিগের নিকট গমনাগমন করেন এবং সভ্য ভব্য হইয়াও তাঁহারদিগের নিকটে অসভ্য ও অভব্যন্যায় বসিয়া থাকেন কারণ যখন নগরবাসী বহুজন একত্র হইয়া প্রশ্নোত্তরভাবে পরস্পর কথোপকথন করেন তৎকালে পল্লিগ্রাম নিবাসি ব্যক্তি কোন সদুত্তর করিলেও নগরস্থ মহাশয়রা তাহা গ্রহণ না করিয়া কহেন তুমি পল্লিগ্রাম নিবাসী অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে মানুষ অত্যল্প দিবস কলিকাতায় আসিয়াছ এখানকার রীতিজ্ঞ নহ, তোমার এ কথায় প্রয়োজন নাস্তি এ উত্তরে নিরুত্তর হইয়া ঐ ব্যক্তি দুঃখিত হয়েন অতএব এই কলিকাতা মহানগরের স্থূলবৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবর্ত্ত হইলাম এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন,…।

২। **হিতোপদেশ**। ইং ১৮২৩। পৃ. ৩৪৫।

হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মকর্ত্তৃক সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থ তদীয়ার্থ গৌড়ীয় ভাষায় শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বারা সংগৃহীত হইয়া কলিকাতায় সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥ শকাব্দাঃ ১৭৪৫ সন ১২৩০

"হিতোপদেশ গ্রন্থভাষা সংগ্রহকারের বিজ্ঞাপনমিদং অজ্ঞ বিজ্ঞ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরি উপকার জনক এই হিতোপদেশ গ্রন্থ শ্রীল শ্রীযুত কুমার শিবচন্দ্র রায় তথা শ্রীমৎ শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরদিগের অনুমত্যানুসারে সংস্কৃত মূল শ্লোক রাখিয়া তাহার অর্থ গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশ করা গেল এই গ্রন্থ যাঁহারদিগ্যের উপস্থিত থাকে তাঁহারা সকল বিষয়ের উত্তম অধম বিবেচনা করিতে পারেন এবং এই গ্রন্থ মতে কর্ম্ম করিলে লোকের ইহকালে ও পরকালে কোন দোষ স্পর্শে না যেহেতু এ গ্রন্থ অভ্যাস হইলে লোক ইহলোকে সভ্যভব্য ধার্ম্মিক হয়. ইহা বিজ্ঞদিগের বিদিত আছে ইহাতে যাঁহার সন্দেহ হয় তিনি গ্রন্থের পূর্ব্বাপর বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন ইতি।"—ভূমিকা।

৩। **নববাবুবিলাস।** ইং ১৮২৫।

ভবানীচরণ পুস্তকে "প্রমথনাথ শর্ম্মণ" এই ছদ্ম নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার জীবনচরিত পাঠে জানা যায়. 'নববাবুবিলাস'ই তাহার প্রথম রচনা।*

---

* শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (অক্টোবর, ১৮২৫) "১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে" প্রকাশিত সংস্করণের আখ্যানবস্তুর আভাস দিয়া, "The Amusements of the Modern Baboo. A Work in Bengalee, printed in Calcutta, 1825" নামে একটি দীর্ঘ সমালোচনা করেন। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ,' মুনশী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত,

অনেকের ধারণা, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল'ই বাংলা ভাষায় প্রথম সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু 'আলালে'র বহু পূর্ব্বে ভবানীচরণ 'নববাবুবিলাস' রচনা করিয়াছিলেন। 'নববাবুবিলাসে'র সহিত 'আলালে'র যে একটা সম্পর্ক আছে, তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়া গিয়াছেন। বাংলা ব্যঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস-প্রসঙ্গে তিনি 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' লিখিয়াছিলেন :—

> ···যথার্থ ব্যঙ্গকাব্যের মধ্যে "নববাবুবিলাস" নামক গদ্য পুস্তকের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তাহা ত্রিংশতাধিক বর্ষ হইল এক জন সুচতুর ব্যক্তি প্রস্তুত করেন। তাহাতে পিতার অমনোযোগে বালকের বিদ্যাভ্যাসের হানি হইলে স্ত্রৈণ্যতা ও পানদোষে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা ভোতারাম দত্তের পুত্র বাবু কেশবচন্দ্রের উপন্যাসে প্রজ্বলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে সময়ে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য ছিল না। অল্পকালে হতপিতৃ অনেক ধনাঢ্যের চরিত্র অবিকল গ্রন্থোক্ত নববাবুর প্রতিরূপ মনে হইত।···
>
> পাঁচ বৎসর হইল মাসিক পত্রিকা নামক এক ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রে "আলালের ঘরের দুলাল" শিরোনামে কএকটি প্রস্তাব প্রকটিত হয়, তাহা তদনন্তর সংশোধিত ও প্রকৃষ্টীকৃত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ হইয়াছে। ···ঐ প্রবন্ধের আদর্শ নববাবুবিলাস···। (শকাব্দা ১৭৮০, চৈত্র)

১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৬৬ দ্রষ্টব্য)। পাদরি লঙের তালিকায় মুদ্রিত (*Catalogue*, p. 82) 'নববাবুবিলাস' পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ নির্ভুল নহে।

'নববাবুবিলাসে'র নায়ক কলিকাতার ধনী, কিন্তু অশিক্ষিত ভদ্রসন্তান। ইহাদের আচার-ব্যবহার ও নৈতিক চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যেই 'নববাবুবিলাস' রচিত হয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিতে বলা হইয়াছে,—

> তিনি আত্মীয়গণের অনুরোধে গদ্য পদ্য রচনায় প্রথমত নববাবু বিলাসাখ্য এক পুস্তক রচনা করেন ঐ পুস্তক সাধারণের কৌতুক-জনক ফলত তদ্দ্বারা কৌশলে এতন্নগরী. ভাগ্যবান্ সন্তানদিগকে কটাক্ষ করাতে তদানী অনেকে তদ্দৃষ্টে কুকার্য্য পরিহার করিয়া সৎপথাবলম্বন করেন। (পৃ. ১৫)

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত একটি পত্রেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—

> শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু—...এক্ষণে নূতন বাবুরদিগের পিতৃগণ পুত্রের কাপ্তেনি ভয় ও কলিকাতা নিবাসী অবোধ পল্লীগ্রামবাসির কুব্যবহার ভয় এবং কুলটা রমণী পতি পত্নীর কুক্রিয়া ভয় ও লম্পটগণ পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কৃপাতে উদ্ধার হইয়াছেন যেহেতু নববাবু বিলাস ও কলিকাতা কমলালয় এবং দূতী বিলাস গ্রন্থ অপূর্ব্ব উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিতেছেন...। ৫ ভাদ্র ১২৩৮ সাল—শ্রীম, বি,।

'নববাবুবিলাস' যে একখানি উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গ-চিত্র, তাহা অন্য সমালোচকেরাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি লং লিখিয়াছিলেন, ইহা "One of the ablest satires on the Calcutta Babu, as he was 30 years ago." 'নববাবুবিলাস'

প্রকাশিত হইবার কিছু কাল পরে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে উহার যে আলোচনা ও পরিচয় প্রকাশিত হয়, তাহাতেও 'নববাবুবিলাসে'র চরিত্রচিত্রণের প্রশংসা আছে। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লেখেন,—

It is a satirical view of the education and habits of the rich, and more especially of those families which have very recently acquired wealth and risen into notice. The character of the work, as well as its allusions and similes, are purely native, and this imparts a value to it superior to that which could be attached to a similar representation from a European pen. The knowledge of the author respecting the subject he handles, must necessarily be more correct than that which a foreigner could acquire, and his descriptions may therefore be received with great confidence. Though the work is highly satirical, and though some of its strokes of ridicule may be too deeply touched. We cannot venture to pronounce it a caricature. Every opportunity we have enjoyed of examining the subject has confirmed us in its justness. The humour of the work, however, is sometimes too broad, its different parts are not invariably in good keeping with each other; its episodes are occasionally dull and languid, and its poetry often inharmonious as well as prosing; but with all its defects, it is a valuable document: it illustrates the habits and economy of rich native families, and affords us a glance behind the scenes.—"The Amusements of the Modern Baboo. A Work in Bengalee, printed in Calcutta, 1825": *The Friend of India* (Quarterly Series). October 1825, p. 289.

এই সকল গুণের জন্য 'নববাবুবিলাস' খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। লং সাহেবের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত উহার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছিল। শুধু তাই নয়, এই সময়ে উহা নাটকাকারেও রূপান্তরিত হয়। ১১ জুলাই ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আমরা এই বিজ্ঞাপনটি দেখিতে পাই,—

'বিদ্যাভূনীকৃত বাবুনাটক'।—কলিকাতা মহানগর নিবাসি বাবুগণের বাবুয়ানা ও তাঁহারদিগের ব্যবহার ও তাঁহারদিগের

কথোপকথন অবগতি কারণ বহুকাল হইল বাবুবিলাস নামক গ্রন্থ প্রকাশ হয়, কিন্তু অতি পূর্ব্বকালের পুস্তক অজ্ঞ ভট্টাচার্য্য দ্বারা বিবচিত হইবায় এইক্ষণে তাহা পাঠযোগ্য নহে, এবং কথোপকথনও বর্ত্তমান প্রচলিত নিয়ম মত নহে, এ নিমিত্ত নূতন মতে পদ্য ও গদ্যে নাটকাকাবে সুন্দররূপে লিখিত হইয়া মুদ্রিত আরম্ভ হইয়াছে, মূল্য ।০ আনা, ।

। **দূতীবিলাস**। ১৫ আশ্বিন ১২৩২ (ই° ১৮২৫)। পৃ ৮+১৩২।

'দূতীবিলাস' "সুকোমল পযারাদি নানাছন্দ বচিত আদিরস ভক্তিরস ঘটিত ·সুরসিক রসদায়ক পুস্তক'।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ ইহা হইতে বড ঘরের মেয়েদের মজলিসেব বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভোজনান্তে সকলে বসিল সভা করি।
ঢাকিয়া লাগায় তারা লজ্জা পরিহরি॥
গোপী দাসী সাজি আনি দিল পান দান।
কত মত ভ্রুকুটি করিয়া পান খান॥
কাহারো আল্‌বোলা এলো কার গুডগুডি।
সকলে তামুক খায় নবীন কি বুডি॥

এ সব হইলে পবে রাত্রি কিছু ছিল।
প্রেমিকারা প্রমাবার খেলা আরম্ভিল॥
যাও থাক এই শব্দ কেহ কেহ কহে।
কেহ মৌরেস্ত ডাকে কেহ তাহা সহে॥
সাবাসি কাগজ বলে কোন রসবতী।
শুনিয়া কাগজ ফেলে খেলুড়ি যুবতী॥

যুবতীদের অলঙ্কারের বর্ণনা !—

কুটিল কুন্তল কাল কপাল উপর।
সৌদামিনী জিনি সিঁতি অতি
শোভাকর॥
কাণবালা কর্ণফুল কর্ণেতে পরেছে।
মনোহর মুক্তা লচ্ছা তাহাতে
দিয়েছে॥
মুক্তায় মুণ্ডিত নত নাসায় দুলিছে।
মঞ্জনে মাজ্জিত দন্ত দামিনী খসিছে॥
মুক্তালচ্ছা গলদেশে সাজে সাতনরি।
হীরাপান্না ধুকধুকি আছে শোভা
করি॥
বাহুতে পরেছে বাজু হীরাতে
জড়াও।
পরেছে তাবিজ কোলে করিয়া
মেলাও॥

ধানি মুড়কি মরদানি পৈঁছে আছে
হাতে।
নবরত্ন অঙ্গুরীয় শোভা করে
তাতে॥
হীরার ফুলেতে স্বর্ণবালা
সুশোভিত।
কটীতে কনকচন্দ্রহার মনোনীত॥
চাবিশিকি তাতে পুন দিয়েছে
ঝুলায়ে।
পদাঙ্গুলে আছে চুটকি ছাল্লাতে
মিশায়ে॥
সুবর্ণের গোল মল পরিয়াছে পায়।
পরেছে ঢাকাই সাড়ী অঙ্গ দেখা
যায়॥

বর্ণনীয় বিষয়কে বিশদ করিবার জন্য এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে বারখানি লাইন-এনগ্রেভিং চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

৫। **নববিবিবিলাস**। ইং ১৮৩১ (?)

'নববিবিবিলাস' সম্ভবতঃ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। পুস্তকখানি মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে এই বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হয় :—

সম্প্রতি উক্ত যন্ত্রে ["বহুবাজারে নেবুতলার লেনে অমর সিংহ চৌধুরীর বাটীতে উপেন্দ্রলাল যন্ত্রে"]...বিবিবিলাস... যন্ত্রিত হইবে এতদ্‌গ্রন্থ গ্রহণাভিলাষী যদি কেহ হন তবে মলঙ্গার শ্রীযুক্ত

ব্রজমোহন সিংহ চৌধুরির নিকটে পত্রী প্রেরণ করিবেন··
বিবিবিলাস ১ ইতি।—'সমাচার দর্পণ, ২৮ আগষ্ট ১৮৩০।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'নববিবিবিলাস' তৃতীয় বার মুদ্রিত হয়,* এই সংস্করণে গ্রন্থকাররূপে কাহারও নাম ছিল না। কিন্তু ১৮৫২ এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আছে, ইহাও ভবানীচরণের ছদ্ম নাম।

'নববিবিবিলাসে'র ভূমিকার নিম্নাংশ হইতেও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ভবানীচরণই ইহার লেখক ছিলেন :-

যদ্যপি নব বাবু বিলাসে নব বাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের বাল বাবু লিখিত কলের প্রধান মূল বাবু দিগের বিবি, সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল তাহাতে সাবশেষ ব্যক্ত হয় নাই, এ নিমিত্তে তৎপ্রকাশে, প্রযাসপূর্ব্বক নববিবি বিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।—পৃ ৩

কোন বাবু আপন আশার স্বসারহেতু ঐ কামিনীর নিকট দূতী প্রেরণ করেন, সেই দূতী কামিনীকে যেরূপে বশ দেখাইয়া বশ করে তাহা দূতীবিলাস গ্রন্থেই বিশেষ মতে প্রকাশ হইয়াছে, পুনরায় তাহা লিখন অপ্রয়োজন, ।-পৃ ৬

বস্তুতঃ ভবানীচরণই যে 'নববিবিবিলাস' রচনা করেন, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন :--

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুকবি নহেন, সুকবিও নহেন, তদ্‌বিরচিত বাবু বিলাস বিবি বিলাস দূতী বিলাস গ্রন্থে ইয়ং বেঙ্গাল

---

* 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ'—মুন্‌শী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত। ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ ২৬৬।

ওল্‌ড বেঙ্গালের যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছে,·· ।—'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২), পৃ. ৪৭

৬। **শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার।** ইং ১৮৩১।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ১২৩৮ সালে (ইং ১৮৩১) এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতে উভয় সংস্করণের প্রকাশকাল জানা যাইবে :—

শ্রীশ্রী৺গয়াতীর্থ বিস্তার গ্রন্থ পদ্য পয়ার ভাষায় সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জক হইয়াছে যেহেতু পুরাণাদিতে সকলি আছে বটে কিন্তু শূদ্রাদির সকল পাঠ্য নহে।—কস্যচিৎ চন্দ্রিকাপাঠকস্য। ··৩ বৈশাখ। —'সমাচার চন্দ্রিকা,' ২২ এপ্রিল ১৮৩১।

শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার। ··পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে গত ১২৩৮ সালে আমরা গয়াতীর্থ বিস্তার নামক একখানি ক্ষুদ্র বহি রচনা পূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া চন্দ্রিকা গ্রাহকগণের পারিতোষিক প্রদান করিয়াছি এক্ষণে সেই গ্রন্থ এ যন্ত্রালয়ে আর না থাকাতে কোন ২ ব্যক্তির অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই তজ্জন্য পুনর্ব্বার ঐ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করা গেল···। বায়ুপুরাণের সহিত ঐক্য করিয়া স্থান প্রত্যক্ষ করত গৌড়ীয় সাধুভাষায় পয়ারছন্দে রচনা করা গিয়াছে তাহা তদ্ধামগামিদিগের উপকারজনক বটে।—'সমাচার চন্দ্রিকা,' ৭ ডিসেম্বর ১৮৪৩।

৭। **আশ্চর্য্য উপাখ্যান।** ইং ১৮৩৫। পৃ. ২০।

আশ্চর্য্য উপাখ্যান অর্থাৎ মুক্ত কালীশঙ্কর রায়ের বিবরণ। ক্ষমতাদিকীর্ত্তিকৃত্য ইহাতে বর্ণন॥ কলিকাতা নগরে সমাচার-চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। ১ চৈত্র ১২৪১ সাল।

যশোহর, নড়াইলের জমিদার কালীশঙ্কর রায়ের কীর্ত্তি-কাহিনী এই পুস্তিকায় পয়ার ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের নাম এই ভাবে দেওয়া আছে—

শ্রীভবানী চরণ দ্বিজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সুকৃতির পুণ্য কীর্ত্তি রচিলা ভাষায়॥

৮। **পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা।** ইং ১৮৪৩। পৃ. ৭৭।

শ্রীশ্রীজগন্নাথঃ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীতা পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা। অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রধামের বিবরণ। সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল ইতি। ১৭৬৬ শকাব্দ ১২৫১ সাল।

এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর ইহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৪৪ তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন :—

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম চন্দ্রিকা। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে আমরা পূর্ব্বে পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিতারম্ভ করিয়া আপনারদিগকে সংবাদ দিয়াছি এক্ষণে বিদিত করিতেছি যে সেই পুস্তক মুদ্রিত সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থের সংক্ষেপ বিবরণ এই প্রথমত শঙ্খক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীধামে প্রসিদ্ধ যত দেবমূর্ত্তি আছেন এবং তথায় গমন করিয়া যে ২ প্রকারে তীর্থ করিতে হয় ও শ্রীশ্রীমূর্ত্তির দ্বাদশ যাত্রা ছত্রিশ নিয়োগ ইত্যাদি অশেষ বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে অপর ঐ ধামে প্রতিদিন যে ২ কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহা উড়িষ্যা ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে তাহার নাম মাদলা পঞ্জিকা কহে সেই পঞ্জিকা হইতে কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তে যত রাজা ঐ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন ফলত রাজা যুধিষ্ঠিরাবধি বর্ত্তমান রাজা রামচন্দ্র দেবের অধিকার পর্য্যন্ত যত ২ নূতন কীর্ত্তি হইয়াছে ও তাঁহারদের রাজ্য কাল শকাব্দ সহিত মিলিত করিয়া এতাবৎ

সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ আছে রক্তবাহু কালাপাহাড ইত্যাদির উপাখ্যান বা ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য। দ্বিতীয় চক্রক্ষেত্র যাহা ভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ তথায় কোটি লিঙ্গ আছেন। তৃতীয় গদাক্ষেত্র ফলত যাজপুর যে স্থানে নাভিগয়া অর্থাৎ গয়াসুরের নাভিদেশ তথায় গয়াশ্রাদ্ধ করিতে হয়। চতুর্থ পদ্মক্ষেত্র যাহা কণারক বলিয়া খ্যাত তথায় সূর্য্য ও চন্দ্রমূর্ত্তি ছিলেন তাহা পুরীধামে আনীত হন ইত্যাদি নানা ইতিহাস সম্বলিত উক্ত চারি ক্ষেত্রেব বিশেষ বিবরণ অস্মৎ কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় গদ্য পদ্য রচনায় পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা নামে প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থের পুষ্প মূল্য ১ টাকা স্থির করা গিয়াছে ইতি।

সম্পাদিত প্রাচীন গ্রন্থ

ভবানীচবণ তাহাব সমাচার চন্দ্রিকা মুদ্রাযন্ত্রে কয়েকখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতে প্রকাশ :—

> তিনি সটীক শ্রীভাগবতের ও সটীক মনুসংহিতার দুষ্প্রাপ্যতা নিরাকরণ কাবণ বহুব্যয়ে পুস্তকদ্বয় মুদ্রিত করেন। এতদ্দেশে অত্রিসংহিতা প্রভৃতি মূলস্মৃতিব প্রচলন ছিল না একারণ ঐ মহাত্মা দ্রাবিডাদি নানা দেশ হইতে তাহার আদর্শ আনাইয়া ভাষ্যদ্বারা সংশোধন পূর্ব্বক উনবিংশতি সংহিতা মুদ্রাঙ্কিতা কবিয়া দেশের পরমোপকার করেন, তদনন্তর সটীক শ্রীভগবদ্গীতা ও সটীক প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক ও হাস্যার্ণব নাটক প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছেন, পরিশেষে গত বর্ষে বহুদিনের প্রতিজ্ঞাত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত ২৮ তত্ত্ব নব্য স্মৃতি সম্পূর্ণ রূপ মুদ্রিত করেন।—পৃ. ১৬

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আমি যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি, তাহাদের নাম, প্রকাশকাল প্রভৃতি উল্লেখ করিতেছি :—

১। **হাস্যার্ণব।**

'রাজাবলী' নামক ইতিহাসগ্রন্থ-রচয়িতা নশিয়াধিপতি বিজয়-গোবিন্দ সিংহের নির্দ্দেশে ভবানীচরণ (খুব সম্ভব ১৯শ শতাব্দীর ৩য় দশকে) জগদীশ্বর-কৃত 'হাস্যার্ণব' প্রহসনের একটি বিশিষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২। **শ্রীমদ্ভাগবত।** ইং ১৮৩০। পত্র ৫৩০।

ইহা পুথির আকারে তুলট কাগজে দুই খণ্ডে মুদ্রিত। ইতিপূর্ব্বে বোধ হয়, এই ধরণে আর কোন গ্রন্থ ছাপা হয় নাই। ভবানীচরণ 'শ্রীমদ্ভাগবত' ব্রাহ্মণদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। তিনি সংবাদপত্রে এই গ্রন্থের যে বিজ্ঞাপন দেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> চন্দ্রিকাযন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য বিজ্ঞাপনমিদং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অপ্রাপ্তি দূর করণার্থে ছাপা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তুলাত কাগজে প্রাচীন ধারামত পুস্তকের পাত করিয়া বড় অক্ষরে মূল ক্ষুদ্রাক্ষরে শ্রীধর স্বামির টীকা এই প্রণালীতে সংশোধিত করিয়া চন্দ্রিকাযন্ত্রে ব্রাহ্মণদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইব ইহার মূল্য স্বাক্ষরকারি গ্রাহকের নিমিত্তে ৩২ টাকা তদ্ভিন্নান্য গ্রাহক ৫০ টাকা স্থির করিয়াছি।—'সমাচার দর্পণ,' ২৫ আগষ্ট ১৮২৭।

গ্রন্থের পুষ্পিকায় ভবানীচরণের বংশ-লতা এবং মুদ্রণসমাপ্তিকাল (৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক=১২ মে ১৮৩০) দেওয়া আছে। এই গ্রন্থ জোড়াসাঁকো-রাজবাটীর রাজা শিবচন্দ্র রায়ের অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত হয়। ৩১ মে ১৮৪৯ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন :—

> রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাঁহার

ধনেতেই চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অতি শুদ্ধরূপে মুদ্রাঙ্কিত হয়, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য ৩২ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া চন্দ্রিকাসম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু টাকা লইয়াছেন, রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর সে টাকা গ্রহণ করেন নাই।

৩। **প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকং**। ইং ১৮৩৩। পত্র ৫৪।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক' তুলট কাগজে পুঁথির আকারে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থশেষে মুদ্রণসমাপ্তিকাল (২০ শ্রাবণ ১৭৫৫ শক) এই ভাবে দেওয়া আছে :—

শরহরাস্তভূধরধরণিপরিমিতশকাব্দীয়শ্রাবণস্য বিংশতিবাসরে কলিকাতানগরে বন্দ্যঘটীয়শ্রীভবানীচরণশর্ম্মণা পরমকরুণাবদ-গ্রগণ্যমান্যবদান্যবংশপ্রসূত নড়ালনিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু রাধাচরণরায়-মহাশয়মহোদয়স্যানুমত্যা প্রবোধচন্দ্রোদয়নামধেয়নাটকমিদং সমাচার-চন্দ্রিকাযন্ত্রেণ মুদ্রাঙ্কিতং॥

৪। **মনুসংহিতা**। ইং ১৮৩৩। পত্র ২৬৫।

গ্রন্থের পুষ্পিকায় মুদ্রণসমাপ্তিকাল—২০ ফাল্গুন ১৭৫৪ শক=২ মার্চ ১৮৩৩ দেওয়া আছে। ইহাও তুলট কাগজে পুঁথির আকারে মুদ্রিত। সাতক্ষীরার জমিদার (তৎকালে কাশীপুর-নিবাসী) প্রাণনাথ চৌধুরীর আনুকূল্যে মনুসংহিতা মুদ্রিত হয়।

৫। **উনবিংশ সংহিতা**। ইং ১৮৩৩ (?)

সংহিতাগুলির নাম—অঙ্গিরা, আপস্তম্ব, অত্রি, শঙ্খ, শাতাতপ, দক্ষ, গৌতম, হারীত, কাত্যায়ন, লিখিত, পরাশর, সম্বর্ত্ত, উশনা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য, যম ও বশিষ্ঠসংহিতা। এই সকল সংহিতার কোনখানিতেই মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। আনুমানিক ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এগুলি পুঁথির আকারে তুলট কাগজে মুদ্রিত হয়।

৬। **শ্রীভগবদ্‌গীতা।** ইং ১৮৩৫।

ইহাতে প্রকাশকাল এই ভাবে দেওয়া আছে :—"সিন্ধুশরধরাধর-ধরাশাকীয়াশ্বিনস্য তৃতীয়বাসরে" (৩ আশ্বিন ১৭৫৭ শক)। ইহাও তুলট কাগজে পুথির আকারে মুদ্রিত।

৭। **রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নব্য স্মৃতি।**

তুলট কাগজে পুথির আকারে মুদ্রিত। গ্রন্থে মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। খুব সম্ভব ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মুদ্রণ সমাপ্ত হয়।

ভবানীচরণ ও বাংলা-সাহিত্য

ভবানীচরণের মত মনীষীর কীর্ত্তি ও কর্ম্মজীবনের এই ইতিহাস অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, সমসাময়িক সমাজ-জীবনে তাঁহার যে কি পরিমাণ প্রতিষ্ঠা ছিল, আজিকার দিনে তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করাও কঠিন। সমগ্র হিন্দুসমাজ এক দিন সামাজিক ব্যাপারে মতামতের জন্য তাঁহার মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিত—তিনি সর্ব্বত্র নেতৃত্ব করিয়া ফিরিতেন। কিন্তু বাংলা-সাহিত্যের পরিপুষ্টির দিক দিয়াও ভবানীচরণের দান নগণ্য নহে। সাহিত্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ব্যঙ্গরচনার সূচনা করেন, তাঁহারই স্পর্শে বাংলা-সাহিত্যের 'শুষ্কং কাষ্ঠং' ধীরে ধীরে 'নীরসতরুবরঃ' হইয়া উঠিবার লক্ষণ প্রকাশ করে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যের দর্পণে বাবু ও বিবি বাঙালীকে নিজ নিজ মুখ দেখাইয়া আত্মস্থ হইতে শিক্ষা দেন, পথভ্রান্ত বাঙালীকে মানুষ করিয়া তুলিবার প্রথম ইঙ্গিত তাঁহার রচনাতেই আমরা দেখিতে পাই। শতাব্দীর পরপার হইতে এই মনস্বী বাঙালীকে তাঁহার সমকালিক সকল গরিমায় প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে আমাদের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হইবে, তাঁহার প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদিত হইবে।

ভবানীচরণ কালের অগ্রগতির সহিত তাল রাখিতে পারেন নাই বলিয়া নিজের কীর্ত্তিসমেত কালগর্ভে বিলীন হইয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যের ঐতিহাসিকের নিকট তাঁহার দান অবহেলিত হইবার নহে। বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান সমৃদ্ধ হর্ম্ম্য নির্ম্মাণে ভবানীচরণের প্রতিভা ও অধ্যবসায়-রচিত ইষ্টকরাজি এক দিন সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিল; সেই হর্ম্ম্য যত দিন না ধ্বসিয়া পড়িবে, তত দিন ভবানীচরণকে আমরা স্মরণ করিতে বাধ্য থাকিব। বাংলা-গদ্যে রসরচনার প্রথম শিল্পী হিসাবে ভবানীচরণের নাম চিরকাল কীর্ত্তিত হইবে।

ভাষার নিদর্শন-স্বরূপ ভবানীচরণের রচনা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

'কলিকাতা কমলালয়' :

দেখ এ স্থানে যে সকল লোক দুর্গোৎসব করেন তাহাকে ঝাড় উৎসব, বাতি উৎসব, কবি উৎসব, বাই উৎসব, কিম্বা স্ত্রীর গহনা উৎসব, ও বস্ত্রোৎসব বলিলেও বলা যায় ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। (পৃ. ১১)

বি, প্র, মহাশয় এই কলিকাতায় ভাগ্যবান্ লোকের বাটীতে আমারদিগের দেশস্থ কতকগুলিন লোক কোন২ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে বাবুসকল নানা জাতীয় ভাষার উত্তম২ গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি ইংরাজী আরবি কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহ বা দুই গেলাসওয়ালা আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণী পূর্ব্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমত সোনার-হল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না আর তাহাতে এমন যত্ন করেন এক শত বৎসরেও কেহ বোধ করিতে পারেন না যে এই

কেতাবে কাহারও হস্তস্পর্শ হইয়াছে অন্য পরের হস্ত দেওয়া দূরে থাকুক জেলদ্গের ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই এবং কোন কালেও দিবেন এমত কথাও শুনা যায় না,…। (পৃ. ৬৭-৬৮)

ন, উ, শুন যাহারা বাবুর মোসাহেব রূপে খ্যাত হয় তাহারদিগের বিষয় তোমাকে কি বলিব আমার বোধ হয় বুঝি ঐ নরাধমেরদিগের ইহকালও নাই পরকালও নাই, তবে দিনপাতের বিষয়, তাহা বাবুর প্রসাদে আপন২ উদর পূরণ হয়, যদি কাহার পরিবার থাকে তবে তাহারদিগের পরমেশ্বর দিন চালাইবেন ইহাই ভাবে, আর কখন২ বাবু কিছু২ দিয়া থাকেন তাহা বুঝি কেহ২ পরিবারেরদিগকে দেয়, প্রায় অনেকেই তাহারদিগের ইহকাল নিস্তারকর্ত্রীকেই দিয়া থাকে বাটীর পরিবারেরা কোন উপায় করিয়া লয়।—(পৃ. ৮৯-৯০)

'নববাবুবিলাস' ঃ

অমাত্যবর্গেরা কহিলেন বাবুরদিগের যেরূপ বুদ্ধি ও মেধা এরূপ প্রায় দৃষ্টচর নহে আমরা পাঠশালায় দেখিয়াছি অঙ্কের সঙ্কেত দেখাইবা মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রবণ মাত্রই শ্লোক অভ্যাস করেন ইহারা মহাশয়ের নাম সম্ভ্রম ও কুলোজ্জ্বল করিবেন আর কহিলেন বাঙ্গালা লেখাপড়া একপ্রকার হইয়াছে আর যদি কিছু অপেক্ষা থাকে তাহাও হইয়া উঠিবেক আপনারদিগের জাতি বিদ্যা আর এমনি এ বংশের গুণ আছে না পড়িলেও বিদ্যা হয় সংপ্রতি এই অবধি পারসী পড়াইলে ভাল হয়। কর্ত্তা কহিলেন আমিও মনে মনে স্থির করিয়াছি যে এক বেলা বাঙ্গালা এক বেলা পারসী পড়াইলে ভাল হয় অমাত্যেরা কহিলেন উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন ইত্যাদি অনেক খোসামোদের কথা কহিতে লাগিলেন…।

…অনন্তর চট্টগ্রামনিবাসী অপূর্ব্ব মিষ্টভাষী এক উপযুক্ত মুনসী তিনি বোর্ট আপিসের মাঝি ছিলেন, এক সার্টিফিকিট দেখাইলেন কর্ত্তার যেরূপ বিদ্যা তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহাতেই সুবিদিত আছেন, কর্ত্তা মহাশয় ঐ ইংরাজী লিখিত সার্টিফিকিট পাঠ করিয়া বলিলেন যে অনেক দিবসাবধি এ ব্যক্তি মুনসীগিরি কর্ম্ম করিয়াছে তাহাতে লেখা আছে, যে এ ব্যক্তি মাঝি বড় ভাল মনুষ্য এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছে এ প্রযুক্ত আমার কর্ম্ম হইতে ছাড়াইল, কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কত কাল এ সাহেবের নিকট চাকর ছিলে, মুনসী কহেন উহাতে লেখা আছে আপনি দেখিবার চান তো দেখুন; কর্ত্তা কহিলেন হাঁ ২ আছে বটে, কোন্ সাহেবের কর্ম্ম করিতে, আজ্ঞা কর্ত্তা, বালবর কোম্পানি, কোম্পানির মুনসী শুনিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন পরে মাঝি পূর্ব্বলিখিত বেতনে সেই সকল কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। পরদিবস বাবুদিগের পাঠ আরম্ভ হইল। অতিসূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রযুক্ত দুই বৎসর মধ্যেই প্রায় করিয়া সমাপ্তি করিলেন, গোলেস্তাঁ বোস্তাঁ আরম্ভ করিয়া ইংরাজী পড়িবার নিমিত্ত বাবুরা স্বয়ং চেষ্টক হইলেন বয়ঃক্রম প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর হইয়াছে, ইংরাজী কাহার নিকট পড়িবেন ইহার চেষ্টায় কখন আরাতুন পিৎরুস, ডিকরুস, ফালস ইত্যাদি সাহেবের ইস্কুলে গমনাগমন করেন, কিন্তু বাবুদিগের কেহ ভালমতে বুঝাইতে পারেন না,…।